যায়যায়দিন

28 MAY 2008

শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে বাউবির বর্তমান প্রশাসনের পদক্ষেপ

মো. জাহাঙ্গীর হোসেন পাইক

শিক্ষা কোনো সুযোগ নয়, এটি মানুষের মৌলিক অধিকার। আর এ মানবাধিকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বদ্ধপরিকর। দেশের শিক্ষা সুযোগ বঞ্চিত সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে বাউবি অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। একের পর এক উৎপাদনমুখী ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে এ বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানপিপাসু জনগণের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর আগের প্রশাসনিক স্থবিরতা ও একাডেমিক আইনি জটিলতা কাটিয়ে একটি সম্মানজনক স্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্কুল কর্তৃক পরিচালিত একাডেমিক প্রোগ্রামগুলোর জন্য এতোদিন কোনো রুলস-রেগুলেশন ছিল না। ছিল না প্রোগ্রামগুলো পরিচালনার কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা। এতে বিভিন্ন প্রোগ্রামে ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই বিতরণ এবং যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়ে নানা সমস্যা সৃষ্টি হতো। বাউবি কর্তৃক একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণীত হলেও বাস্তবে শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে এর কোনো সামঞ্জস্য ছিল না।

এ যেন কাজীর গরু কিতাবে আছে, কিন্তু গোয়ালে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন কথায় না, কাজে বিশ্বাসী। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. এম ফরিদ আহমেদ দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে কয়েকটি বাস্তবভিত্তিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আধুনিক বিশ্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে, মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন ও তার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। তা অনুধাবন করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও একাডেমিক শিক্ষা কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে যথাযথ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থী ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন এবং ভর্তির আগেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের পাঠ সামগ্রী নিজ নিজ আঞ্চলিক কেন্দ্র/কো-অর্ডিনেটিং অফিস/টিউটোরিয়াল সেন্টারে পৌঁছে দেয়া। এতে শিক্ষার্থীরা ভর্তির পরপরই ক্লাস শুরুর আগেই বই হাতে পেয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ এবং যথাসময়ে ফল প্রকাশ করা হয়।

ছয় সেমিস্টার মেয়াদি বিশিষ্ট বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামটি তিন বছরে সম্পন্ন করার কথা থাকলেও এটি করতে একজন শিক্ষার্থীর প্রায় ছয় বছর লেগে যায়। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা আর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো। দীর্ঘ সেশনজট নিরসনকল্পে তিন বছর মেয়াদি প্রোগ্রাম যাতে শিক্ষার্থীরা তিন বছরেই সম্পন্ন করতে পারে, সেজন্য বর্তমান উপাচার্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছেন। এখন থেকে দুটি সেমিস্টারে পরীক্ষা একই সঙ্গে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে একজন শিক্ষার্থী একই সঙ্গে বছরে দুটি করে সেমিস্টারে পরীক্ষা দিয়ে তিন বছরে ছয়টি সেমিস্টার সম্পন্ন করার সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেও একই নিয়মে ভর্তি ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সে কারণে প্রোগ্রামগুলোর প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা অধিকতর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে একজন শিক্ষার্থী এক বছরে দুটি করে তিন বছরেই ছয়টি সেমিস্টার সম্পন্ন করার সুযোগ পাচ্ছে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি একাডেমিক স্কুল/অনুষদ রয়েছে। প্রতিটি স্কুলে একটি করে স্কুল কমিটি থাকলেও ছিল না কোনো রুলস-রেগুলেশন। যার কারণে কোন প্রোগ্রাম কি নিয়মে পরিচালিত হবে, তার উল্লেখযোগ্য কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ছিল না। দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও সুযোগ্য উপাচার্য ড. এম ফরিদ আহমেদ সব স্কুলের জন্য সুনির্দিষ্ট রুলস ও রেগুলেশন প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন। এ রুলস-রেগুরেশন প্রণয়নের ফলে যথাযথভাবে একাডেমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আর কোনো জটিলতা থাকলো না।

উপাচার্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইন্টার‍্যাক্টিভ ভার্চুয়াল ক্লাসের (Interactive Virtual Class) ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে এ সিস্টেম চালু করা হয়। খুব শিগগির বাকি আঞ্চলিক অফিসগুলোতেও তা চালু করা হবে। শিক্ষার্থীরা সরাসরি ইন্টার‍্যাক্টিভ ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে উপস্থিত হয়ে ইংরেজিসহ অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়গুলোর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে পারবে। এছাড়া অডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম এবং এসএমএস-এর মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা ক্লাসের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্য যাতে ব্যাহত না হয়, তার প্রতি প্রশাসন যথেষ্ট সজাগ রয়েছে এবং উপাচার্য দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেই যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাউবি একটি ম্যাগাভার্সিটি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এটি এমন একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনসাধারণ তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী, শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী পছন্দনীয় প্রোগ্রামে যে কোনো সময়ে, যে কোনো কর্মে নিয়োজিত থেকে যে কোনো জায়গায় বসে ভর্তি হয়ে লেখাপড়ার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। আর এ আলাদা বৈশিষ্ট্যের জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হাতে নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নেয়ার জন্য ড. ফরিদ আহমেদ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও তার সুফল দেশব্যাপী জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য উপাচার্য প্রফেসর ড. এম ফরিদ আহমেদ দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

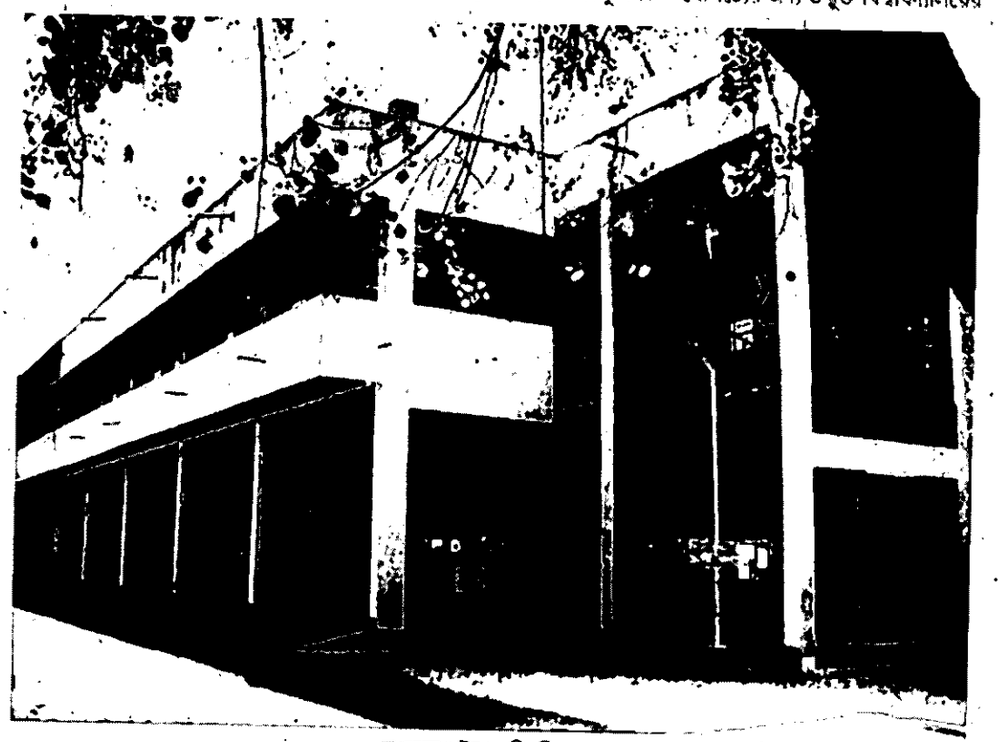

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গণসংযোগ কর্মকর্তা, বাউবি